বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মো: জামাল হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভার তারিখঃ ১৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ, বুধবার
সভার সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থানঃ ZOOM অ্যাপসের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং এ ভার্চুয়াল সভা। সভাপতি, সদস্য, এবং সংশ্লিষ্টরা নিজ নিজ দপ্তর থেকে ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।
উপস্থিতিঃ "পরিশিষ্ট-ক"

সভার শুরুতে খাদ্য অধিদপ্তরের নব নিযুক্ত ইনোভেশন অফিসার মো: জামাল হোসেন এবং সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ইনোভেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সভাকে জানান যে, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির একটি অংশ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সুতরাং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম সফল করতে হলে অন্যান্য সকল কার্যক্রমের সাথে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সময়লব্ধভাবে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। অতঃপর তিনি জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্টকে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১) Customized Truck Loader & Unloader স্থাপনের মাধ্যমে এলএসডি ও সিএসডিসমূহে খামাল গঠনে সার্বিক বৃদ্ধি এবং শ্রমিক নির্ভরতা হ্রাসকরণ বিষয়ক উদ্ভাবনী আইডিয়া।	জনাব খন্দকার সেরাজুস সালেকীন, সাইলো সুপার, আশুগঞ্জ সাইলো, Customized Truck Loader & Unloader এর বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ম্যানুফ্যাকচারার এখন পর্যন্ত রোলার এবং কনভেয়িং স্ট্রাকচার বানানো শেষ করেছে। এপ্রিল, ২০২২ এর শেষনাগাদ পুরো স্ট্রাকচার বানানো শেষ হবে এবং পাইলটিং এর জন্য প্রস্তুত হবে। কিভাবে একটি এলএসডি বা সিএসডির সকল খাদ্য গুদামে একটি Loader & Unloader যন্ত্র ব্যবহার করা যায় সে উপায় বের করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। Loader & Unloader মেশিনটি এক গোডাউন হতে অন্য গোডাউনে সরানোর জন্য কোন কনভেয়ার ভেহিকল ব্যবহার করা যায় কী না সে বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	• Truck Loader & Unloader যন্ত্রটি দ্রুত প্রস্তুত সম্পন্ন করে পাইলটিং শুরু করতে হবে। • মেশিনটির ফিজিবিলিটি কিভাবে বাড়ানো যায় এবং একটি এলএসডি'র সকল গুদামে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে স্ট্যাডি করতে হবে।	সাইলো সুপার, আশুগঞ্জ সাইলো।
২) সরকারি খাদ্য গুদামে বিনির্দেশসম্মত পাটের বস্তা গ্রহণ ও বিতরণ সহজিকরণ।	যন্ত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নওগা এবং বগুড়া জেলার সদর এলএসডি সমূহে ৫০ কেজি পরিমাপের খালি বস্তা ও ৩০ কেজি পরিমাপের খালিবস্তা নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে বস্তার আর্দ্রতা পরিমাপ করে আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য বস্তার ওজন হ্রাস-বৃদ্ধির যে ডাটা এনালাইসিস করা হয় সেটা থেকে কোন সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ করা হয়নি। অঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী সভাকে জানান যে, ৩০ কেজি পরিমাপের খালিবস্তার ক্ষেত্রে আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য বস্তার ওজন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় প্রায় ৪০-৫০ গ্রাম এবং ৫০ কেজি পরিমাপের খালি বস্তার ক্ষেত্রে আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য বস্তার ওজন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় প্রায় ৮০-৯০ গ্রাম। বস্তার আদ্রতা পরিমাপ করার পর থেকে বস্তা সরবরাহকারী	• বস্তার আদ্রতা সঠিকভাবে পরিমাপ করে ডাটা এনালাইসিস করতে হবে এবং একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। • বস্তার বুনন পরীক্ষার সফটওয়্যার/মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত ত্বরান্বিত করতে হবে। • আদ্রতামাপক যন্ত্র এবং অ্যাপ ব্যবহারের জন্য হ্যান্ডবুক/গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।	১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী। ২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নওগা এবং বগুড়া।

	প্রতিষ্ঠান বস্তা সরবরাহ করতে চাচ্ছে না মর্মে তিনি জানান। তিনি ডাটা এনালাইসিস সম্পন্ন করে সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য এক মাস সময় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় হ্যান্ডবুক আকারে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করার বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীকে নির্দেশনা দেয়া হয়। পাশাপাশি বস্তার বুনন পরীক্ষার সফটওয়্যার/মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।		
৩) ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ।	জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ সভাকে আইডিয়াটি বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১১ (এগার) কোটি জামানতের টাকা মিলারদের কাছ থেকে খাদ্য বিভাগ নিয়ে থাকে যা প্রায় ৫-৬ মাস রাখা হয়। এই টাকা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ জমা দেয়ার পাশাপাশি জামানত জমা দেয়া ও অবমুক্ত সহজিকরণ করা হয় যা শেরপুর জেলায় পাইলটিং করা হয়। আইডিয়াটি দেশব্যাপী রেপ্লিকেশন করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে অনুমোদনের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে আইডিয়াটির নীতিমালার খসড়া পুনরায় পর্যালোচনা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে মর্মে আলোচনা করা হয়।	• অর্থ বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে আইডিয়াটির নীতিমালার খসড়া পুনরায় পর্যালোচনা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।

মোঃ জামাল হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
ইমেইল: adl.ia@dgfood.gov.bd

বিতরণ :

১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা
২) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী
৩) সাইলো সুপার, আশুগঞ্জ সাইলো
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (সিএমইউ), খাদ্য অধিদপ্তর
৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,বগুড়া
৬) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,টাঙ্গাইল
৭) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,কিশোরগঞ্জ
৯) ইন্সট্রাক্টর , প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
১০) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,নওগাঁ

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৮৯

তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর

২) অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

৩) ব্যক্তিগত সহকারী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর

১৬/০৪/২২

মঞ্জুর আলম

সিস্টেম এনালিস্ট